খুব অল্প খরচে
যে কোনো বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় খুব কম খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
নাম চেঞ্জ, বিজ্ঞপ্তি, হারানো প্রাপ্তি, পাত্রপাত্রী, কর্মখালি
আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph THE TIMES OF INDIA দৈনিক যুগশঙ্খ
বর্তমান প্রতিদিন সন্মার্গ প্রভাত খবর
9232633899 THE ECHO OF INDIA

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 08 ❑ Issue 19 ❑ 25 July, 2024 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
অলঙ্কার
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

হাসপাতালে বন্ধ প্রসূতি মায়েদের সিজার

হাসপাতাল চত্বরে খারাপ জলের কল, বন্ধ জল প্রকল্প, ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা

প্রতিনিধি ঃ হাসপাতালে প্রসূতি মহিলাদের সিজার ওয়ার্ড চালু হয়েও ফের তা বন্ধ। হাসপাতাল চত্বরে নেই জল। বন্ধ জল প্রকল্প। বাগদা গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে এসে ক্ষুব্ধ রোগী ও রোগীর পরিজনেরা দ্রুত সিজার ওয়ার্ড ও জল পরিষেবা চালুর দাবিতে সরব হয়েছেন।

বাসিন্দারা জানিয়েছেন, বাগদার কয়েক লক্ষ মানুষের চিকিৎসার একমাত্র ভরসা বাগদা গ্রামীণ হাসপাতাল। মায়েদের প্রসব যন্ত্রণা সহ যেকোনো রোগীর অবস্থা গুরুতর হলে অনেক টাকা দিয়ে অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া করে প্রায় ২৫ থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে যেতে হয়। বিশেষ করে প্রসূতি মহিলাদের বাগদা হাসপাতালে আনার পর অবস্থা জটিল হলে রাত-বেরাত গাড়ি জোগাড় করে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে ছুটতে সমস্যায় পড়ে বহু গরীব পরিবার।

বাগদার প্রাক্তন বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস বাগদার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে জানাতেই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রসূতি মায়েদের জন্য সিজার ওয়ার্ডের ব্যবস্থা হয়। বছরখানেক আগে চালু হয় পরিষেবা। বাসিন্দারা জানিয়েছেন, সিজার ওয়ার্ড কয়েক মাস চলার পর ফের বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন প্রসূতি মহিলাদের ফের রেফার করা হচ্ছে বনগাঁয়। হেলেঞ্চা থেকে বাগদা হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে এসেছিলেন অপর্না রায় নামে এক গৃহবধূ। তিনি বলেন, প্রশাসনের কাছে আবেদন করব দ্রুত সিজার ওয়ার্ডটা চালু করুক। আমাদের খুব সমস্যা হচ্ছে।

পাশাপাশি বাগদা গ্রামীণ হাসপাতাল চত্বরেই রয়েছে কয়েকটি জলের কল। এবং জল প্রকল্প। অভিযোগ জলের কলগুলি বেশিরভাগ সময় খারাপ থাকে। লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করে সরকারি প্রকল্পের জল পরিষেবা দীর্ঘদিন ধরে খারাপ হয়ে রয়েছে। হেলদোল নেই প্রশাসনের। হাসপাতালে এসে রোগীর পরিজনদের জল কিনে খেতে হচ্ছে। দিন কয়েক আগে জল পরীষেবা চালুর দাবিতে বাগদা ব্লক অফিসে স্মারকলিপিও জমা দিয়েছেন বাসিন্দারা।

বন্ধ পরিষেবার বিষয়ে বাগদা হাসপাতালের বিএমওএইচ সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'হাসপাতালের জেনারেটর অনেক পুরনো। ওই জেনারেটর ব্যবস্থায় সিজার ওয়ার্ড চালানো সম্ভব হচ্ছে না। নতুন আধুনিক জেনারেটরের আবেদন জানানো হয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তারপরেই প্রসূতি মায়েদের সিজার চালু হয়ে যাবে। জলের সমস্যার বিষয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতির সঙ্গে কথা বলা হয়েছে। বন্ধ পরিষেবা নিয়ে, 'বাগদার বিজেপি নেতা দেবব্রত ঢালী বলেন, 'হাসপাতালে ডাক্তার নার্স কম। জেনারেটর খারাপ। তাহলে লোক দেখানো সিজার ওয়ার্ডের পরিষেবা চালুর কী দরকার ছিল? লক্ষাধিক টাকার জল প্রকল্প খারাপ। কোন হেলদোল নেই। ভোটের আগে এসব করেছিল। ভোট চলে গেছে। আর শাসক দলের কোন ভাবনা নেই। এ বিষয়ে বাগদা পশ্চিম ব্লক তৃণমূল সভাপতি অঘোর চন্দ্র হালদার বলেন, 'আমাদের দল, সরকার, মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মানুষের জন্য কাজ করেন। সমস্যা হয়েছে, আমরা কথা বলেছি। দ্রুত সমাধান হয়ে যাবে। আমরা চাই বাগদার মানুষ আরো ভালো স্বাস্থ্য পরিষেবা পাক।

কিষাণ মান্ডিতে দালাল চক্র!

টোকেন দিয়ে টাকা তোলার অভিযোগ, ফসলের দাম না পেয়ে গেট আটকে বিক্ষোভ কৃষকদের

প্রতিনিধি ঃ ভেন্ডার সমিতির নাম করে কিষাণ মান্ডির ভেতর থেকে টোকেন দিয়ে চাঁদা তোলার অভিযোগ, মান্ডির ভেতরে এসে অভিযুক্তদের তাড়া করলো তৃণমূল কিষাণ সেলের কর্মকর্তারা। পাশাপাশি দালাল ভেন্ডার যোগ সাজোসে ফসলের দাম কম দেবার অভিযোগে গেটে তালা দিয়ে বিক্ষোভ কৃষকদের। বৃহস্পতিবার সকালে গাইঘাটা ব্লকের চাঁদপাড়া কিষাণ মান্ডিতে এই ঘটনা কে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। প্রায় ঘন্টা দুয়েক বিক্ষোভ চলার পর গাইঘাটা থানার পুলিশ ও গাইঘাটা ব্লক অফিসের কর্মীরা এসে তৃণমূলের কিষাণ সেলের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে।

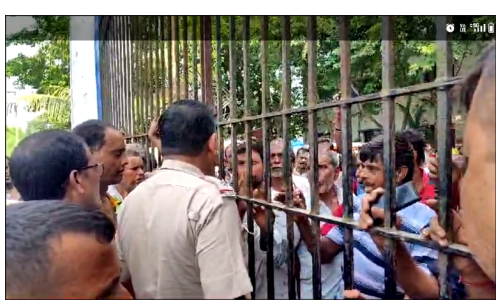

বাজারে সব্জির দাম আগুন। সব্জির চড়া দাম নিয়ন্ত্রণে বাজারে চলছে পুলিশ প্রশাসনের নজরদারি। তবুও দাম কমার কোনও লক্ষণ নেই। অথচ চাষি পাচ্ছে না ফসলের ন্যায্য দাম। সবজি বাজারে অসাধু দালাল রাজের অভিযোগ দীর্ঘদিনের।

বৃহস্পতিবার একাধিক অভিযোগ পেয়ে গাইঘাটার কিষাণ মান্ডিতে হানাদেয় তৃণমূলের কৃষাণ সেলের কর্মকর্তারা। মাইকিং করে তারা। তাদের অভিযোগ, কিষাণ মান্ডির ভেতরে ভেন্ডার সমিতির নাম করে কুপন দিয়ে টাকা তোলা হচ্ছে। তাদের কাছে প্রশাসনের কোন অনুমোদন নেই। দালালেরা কৃষকদের ঠিক মতন মাল বেচতে দিচ্ছে না।

তৃণমূলের গাইঘাটা ব্লক কৃষক সংগঠনের সভাপতি কার্তিক পাল

তৃতীয় পাতায়...

সরকারি জায়গায় দোকান ঘর, অভিযুক্ত তৃণমূল নেত্রী

প্রতিনিধি ঃ সরকারি জায়গা দখল করে মুরগির দোকান ঘর করার অভিযোগ তৃণমূলের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির বিরুদ্ধে। ওই দোকানঘরের জন্য রাস্তা তৈরির কাজ থমকে আছে বলে অভিযোগ। ঘটনাটি বাগদা ব্লকের। অভিযুক্ত তৃণমূল নেত্রীর নাম গোপা রায়। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। যদিও গোপাদেবী বলেন," আমি উন্নয়নের পক্ষে। দোকানঘরটি ভেঙে দেব।"

দীর্ঘদিনের গ্রামের মানুষের আর্জি ছিল পাকা রাস্তার। অবশেষে জেলা পরিষদের উদ্যোগে সেই রাস্তার কাজ শুরু হলেও রাস্তার মুখে পূর্ত দফতরের - এর জায়গায় থাকা বেআইনি কয়েকটি দোকানের জন্য তা কার্যত আটকে রয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। অভিযোগ, ওই দোকান গুলির মধ্যে একটি দোকান স্থানীয়

তৃতীয় পাতায়...

ঋতু মেঘা হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট
আবাসিক।। শীততাপ (AC) নিয়ন্ত্রিত।
এখানে চাইনিজ ফুড সহ বিভিন্ন খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে।
২৪ ঘন্টাই খোলা
চাঁদপাড়া দেবীপুরস্থিত যশোর রোড সংলগ্ন কৃষি মান্ডির পাশে।
চাঁদপাড়া, গাইঘাটা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
Shifting Time সকাল ১০টা থেকে পরের দিন সকাল ১০টা।
যোগাযোগ: 9332224120, 6295316907, 8158065679

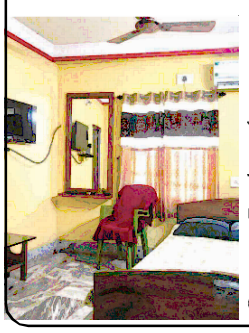

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৮ ❐ সংখ্যা ১৯ ❐ ২৫ জুলাই, ২০২৪ ❐ বৃহস্পতিবার

ফুটপাতের কড়চা

ফুটপাত। একটা শব্দ। এই শব্দের মধ্যেই লুকিয়ে আছে মানুষের মরণ-বাঁচন, রুটি-রুজি, জীবন-জীবিকা। বর্তমান সময়ে এই শব্দটি নিয়ে উত্তাল বঙ্গীয় রাজনীতি। পায়ে হাঁটা মানুষদের নিরাপদে যাতায়াতের জন্য তৈরী হয়েছিল ফুটপাত। মরণ-বাঁচনের সমস্যাকে উপেক্ষা করে জীবন-জীবিকার তাগিদে সেই ফুটপাত আজ হকারদের (স্থায়ী- অস্থায়ী) দখলে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে মহানগর থেকে শুরু করে মফস্বল শহরের ফুটপাত খালি করতে সদা তৎপর পুলিশ প্রশাসন থেকে পৌরসভা। হঠাৎ করে পশ্চিমবঙ্গের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী ফুটপাত খালি করতে এত তৎপর কেন? মানুষের রুটি-রুজিতে কোপ মারা তো মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্য নয়। তাহলে কী? ফুটপাত খালি করার বিষয়ে সুলুক সন্ধানে গিয়ে বেরিয়ে এসেছে অন্য কথা। তোলাবাজী! ফুটপাতে বসার জন্য বা সেখানে টিনের ছাউনি দেওয়ার জন্য হকারদের দিতে হয়েছে আলাদা আলাদা রেট। তার উপর রোজকার তোলা তো দিতেই হয়। স্থানীয় নেতাদের রোজকার তোলা, প্রতিদিন হিসাবে ইলেকট্রিক বিল, ফুটপাতের কথিত মালিকদের মাসিক ভাড়া দেওয়ার পর উদ্বৃত্ত টাকাতে চলে হকারদের দিন গুজরান। এভাবেই লক্ষ লক্ষ মানুষের রুটি রুজির সংস্থান হয়। খাবার তুলে দিতে পারে নিজের পরিবারের মুখে। উৎসবে আনন্দে হাসি ফোটে ছেলে মেয়ের মুখে। সেই দিন আনা দিন খাওয়া মানুষ কী এবার অভুক্ত থাকবে? এটাই কী মানবিক মুখ্যমন্ত্রীর মূল উদ্দেশ্য, না কী অন্য কিছু? লোকসভা ভোটের সময়ে বিক্ষুব্ধ জনতা সরকারের দলের লোকের বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ এনেছিল। তৃণমূল সুপ্রিমোর উদ্দেশ্য কী স্থানীয় স্তরের নেতাদের তোলাবাজি বন্ধ করে সামনের পৌরসভা নির্বাচনের পথ মসৃণ করা, না কী ফুটপাতের হকারদের উপর স্থানীয় পৌরকর বসিয়ে 'শূণ্য' রাজকোষে কিছু রসদ জোগানো, না কী ফুটপাত খালি করে হকার উচ্ছেদের নামে কিছু মানুষকে অভুক্ত রাখা! বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মানবিক। মূল উদ্দেশ্য কী, সবই জানে ভবিতব্য।

পান্থজনের পথলিপি

দেবাশিস রায়চৌধুরী

[প্রতিনিয়ত মাথা নিচু করে হাঁটতে হাঁটতে এতদিন সে শুধু মাটি দেখেছে। রাস্তায় চোখ রেখে চিনেছে অজস্র পায়ের মানচিত্র।এভাবেই পড়া হয়ে গেছে ছোটো বড় পায়ের বিচিত্র ভূগোল। তখন তার চারপাশে সবাই ব্যস্ত ছিল পদপল্লব উপাসনায়। সে নিজেও তো এই সিলেবাসের ছাত্র ছিল। পরিচিত পাঠাভ্যাসে,হেঁটমুণ্ড উর্ধপদ সে কখনও আকাশ দেখেনি। কোনও পান্থশালায় একটু জিরিয়ে নেওয়ার সময় সে পায়নি। আজ পথের প্রান্তদেশে এসে হঠাৎ তার পদস্খলন হল। এখন চিৎপাত শুয়ে এক পান্থ দেখছে তার মাথার উপর অনন্ত আকাশ। কী অপার মহিমা তার! এবার দু'হাত মাটিতে রেখে উঠে দাঁড়াচ্ছে সটান। ছটফটিয়ে উঠছে পা। পথ ডাকছে। ডাকছে সিলেবাসের বাইরের এক অন্য জীবন। সে এখন প্রান্ত পথের পান্থ। সেই অচেনা-অজানা জীবন তাকে দেখতে হবে,ছুঁতে হবে,ঘ্রাণ নিতে হবে। তারপর লিখে রাখতে হবে পথের কথা,পান্থজনের টুকরো সংলাপ, প্রান্তবাসীর ঘর গেরস্থালীর নিত্য যাপনকথা। যা কখনও হয়ে উঠতে পারে স্বপ্নকথা, হয়তো বা কল্পকথা।]

সমাজমাধ্যমে গুজব এবং গণপিটুনি

গত সপ্তাহের পর...

বলতে বলতেই দুজন মহিলা মেয়েটির চুল ধরে ঝাঁকিয়ে দুটো থাপ্পড় মারল। পুরো কম্পার্টমেন্ট জুড়ে ছেলেধরা রব উঠল। পান্থ বলল, "না জেনে মারধর করবেন না। সন্দেহ হলে পরের স্টেশনে নামিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিন।" তার জরুরী কাজ ছিল বলে সে নামতে পারল না। পরের স্টেশনে বেশ কয়েকজন বাচ্চাসহ মহিলাটিকে ধাক্কা মারতে মারতে নামিয়ে নিল। ট্রেন ছেড়ে দিলেও জানলা দিয়ে পান্থ লক্ষ্য করল, প্লাটফর্মে দু'এক দুজন জিআরপি ছিল। তারা এসে জটলার মধ্যে দাঁড়াল। সে অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করল।

কলকাতার কাজ সেরে সে দুপুরে খাওয়ার জন্য হোটেলে ঢুকল। এক গ্লাস জল খেয়ে খাবার অর্ডার দিয়ে অভ্যাস মত মোবাইল খুলল। ফেসবুক খুলতেই চোখে পড়ল সকালে দেখা সেই শিক্ষিকা আবার পোস্ট করেছেন— আমি সকালেই সাবধান করেছিলাম। আজ আবার ট্রেনের মধ্যে এক মহিলা ব্যাগে করে বাচ্চা নিয়ে যাচ্ছিল। পাবলিক ধরে ফেলে তাকে রেল পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে, কিন্তু পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেবে কি? পাবলিক চাইছে মহিলাকে তাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হোক। এইমাত্র খবরে দেখলাম, এই দাবিতে স্টেশনে রেল অবরোধ চলছে। আবারও সবাইকে সাবধান করে দিচ্ছি, বাচ্চাদের সাবধানে রাখুন।

তাহলে ঘটনা এত দূর গড়িয়ে গেছে! পান্থ অবাক হল, সে তো দেখেছে পুলিশ এসেছে। তারপরও জনতার এত হিংস্রতা! কিছু না জেনেই আইন হাতে তুলে নেওয়ার প্রবণতা। তাছাড়া এই শিক্ষিকাই বা কীভাবে জানলেন যে, মহিলার ব্যাগের মধ্যে বাচ্চা ছিল? উনি তো ট্রেনে ছিলেন না। বরং পান্থ প্রকৃত প্রত্যক্ষদর্শী। সে দেখেছে, মহিলার হাতে একটি ব্যাগ ছিল ঠিকই কিন্তু বাচ্চাটি তার কোলে ছিল। শুধু অন্যের কথা শুনে, চোখে না দেখেই একজন শিক্ষিকা এই ধরনের পোস্ট সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে দিচ্ছেন? অসহায় লাগছিল পান্থর।

কাল ট্রেনে ফেরার সময় একই আলোচনা। ঘটনা পল্লবিত হতে হতে নানা রকম ভাবে ছড়িয়েছে। কেউ বলছে মহিলার ব্যাগের মধ্যে বাচ্চাটা ছিল, ব্যাগের মধ্যে কিছু নাড়াচাড়া করতে দেখে পাশে যাত্রীর সন্দেহ হয় বলে ব্যাগ খুলতে বলে, তাতেই ধরা পড়ে। কেউ বলছে ব্যাগের মধ্যে থেকে বাচ্চার কান্নার আওয়াজ শুনে ব্যাগ খুলে বাচ্চাটিকে উদ্ধার করা হয়েছে। কেউ বলছে, মেয়েটি পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে, এর আগে সে পাঁচটি বাচ্চাকে বিক্রি করে দিয়েছে।

পরদিন সকালে খবরে কাগজ খুলে ব্যাপারটা পান্থর কাছে পরিষ্কার হল। খবর পড়ে সে যেটা জানতে পারল তার সঙ্গে নিজে দেখা ঘটনার অনেকটা মিল পাওয়া গেল। সংবাদপত্রের ভার্সন অনুযায়ী ট্রেন কম্পার্টমেন্টের মধ্যে একজন মহিলার কোলে বাচ্চা কেঁদে উঠলে ট্রেনে ছেলেধরা গুজব ছড়িয়ে পড়ে। মহিলা ভিন্নভাষী বলে তার কোনও কথা বোঝা যাচ্ছিল না। তাকে পরের স্টেশনে নামিয়ে রেল পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। রেল পুলিশ সূত্রে জানা যায় যে,মহিলাটি মানসিক ভারসাম্যহীন এবং ওড়িয়াভাষী। তার স্বামী কলকাতায় একটি কারখানায় শ্রমিকের কাজ করে। টিভিতে খবর দেখে সে জানতে পারে তার স্ত্রীকে থানায় আটকে রাখা হয়েছে। রাতের দিকে সে থানায় এসে নিজের এবং স্ত্রী সন্তানের পরিচয় দেয়। তার দেওয়া ঠিকানা অনুযায়ী পুলিশ তার বাড়িতে খোঁজখবর করে জানতে পারে তারা দীর্ঘদিন ওই অঞ্চলে ভাড়া বাড়িতে বসবাস করে। স্বামী কারখানার কাজে বেরিয়ে যাওয়ার পর মানসিক ভারসাম্যহীন স্ত্রী তার বাচ্চাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। পাড়ায় দুই একজন তাকে বেরোতে দেখেছে। কোথায় যাচ্ছে জিগ্যেস করলে উত্তর পেয়েছে,"বাচ্চাকে ডাক্তার দেখাতে।"

পুলিশ মহিলাটির স্বামীর পরিচয় এবং তাদের বসবাস করার ঠিকানায় খবর নিয়ে বাচ্চাসহ স্ত্রীকে তার স্বামীর হাতে তুলে দিয়েছে। খবরটা পড়ার পর প্রশান্তিতে মন ভরে গেল পান্থর। এবার সে মোবাইলে ফেসবুক অন করল, একের পর এক পোস্ট দেখে যেতে থাকল। নাহ! সেই শিক্ষিকা ভদ্রমহিলা কোথাও কালকের ঘটনার পর আসল ঘটনা বিবরণ দিয়ে আর পোস্ট করেননি।

চলবে...

সাহিত্য কৃতি সম্মান লাভ
শিক্ষক কবি কালিরঞ্জন রায়ের

নীরেশ ভৌমিকঃ অসামান্য সাহিত্য সৃষ্টির জন্য সাহিত্য কৃতি সম্মানে ভূষিত হন বিশিষ্ট কবি ও সাহিতিক তথা গাইঘাটার ঝাউডাঙা সম্মিলনী হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক কালিরঞ্জন রায়। কলকাতার গপ্পোবাগীশ প্রকাশনী আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে কালিবাবু তাঁর সাহিত্য কর্মের জন্য বিশেষ সম্মাননা করেন। কালিবাবুর পাঠককুল প্রশংসিত রচনাটি প্রকাশনী তাঁদের সাহিত্য পত্রিকা 'রূপকথার রাত্রি'

গ্রন্থে প্রকাশও করেছেন। পত্রিকাটির সম্পাদনায় রয়েছেন বৈদূর্য্য পাড়িয়া ও রুদ্রনীল সেনগুপ্ত। সম্পাদক দ্বয় লেখক ও শিক্ষক কালিবাবুর কাব্য সাহিত্য জীবনের আরোও সাফল্য কামনা করেন।

যমজ মানুষের সমাজ তাত্ত্বিক অন্বেষণ

অজয় মজুমদার

গত সপ্তাহের পর...

জোড়া যমজ বা সায়ামিজ টুইনদের কথা : বিজ্ঞানীরা বলেন, শরীরে ৩০ থেকে ৩১ ব্রেইন ওয়েভ সব সময় ফ্লো করে। সেই ফ্লো- গুলিকে নিউরো লজগুস্টিক সিস্টেম বলে। গবেষণা বলে, যখন আমরা কোন চিন্তাশীল কাজে মগ্ন থাকি, তখন মস্তিষ্কে বিটা ওয়েভ স্রোত খেলে। আর যখন চাপ ও দায়িত্বের কাজের পরে অবসর নেওয়ার ইচ্ছা জাগে, তখন মস্তিষ্কে আলফা ওয়েভের স্রোত খেলে। যখন আমরা দুটি এক সময়ে ভোগ করি, নিজেদের জীবনকে কল্পনার হাতে বিলীন করে দিই, অর্থাৎ ফেস্টিকমুডে থাকি তখন মস্তিষ্কের মধ্যে থিটা ওয়েভ স্রোত চলে। এমনকি যখন প্রথম আমরা ঘুমাই, মস্তিষ্ক তখনও সক্রিয় থাকে। সেই সময় মস্তিষ্কের মধ্যে থিটা এবং মাঝখানে ডেল্টা ওয়েভ স্রোত খেলে। এইভাবে মস্তিষ্ক সব সময় কাজ করে চলেছে।

যারা জোড়া যমজ তাদের চিন্তা-ভাবনা মননে কোন কোন ব্রেন ওয়েভ কিভাবে কাজ করে? দুজন দু রকম ভাবলে ওয়েভ কি কি রকম ভাবে খেলে? সবটাই গবেষণার বিষয়। ১৮১১ সালে থাইল্যান্ডে জন্ম হয়েছিল একজোড়া যমজের। তাদের নাম চ্যাং এবং এং। বিরাট বিস্ময় জাগিয়েছিল এই দুই ভাই। তাদের মাথা আলাদা হলেও বুক থেকে আরম্ভ করে অবশিষ্ট দেহ জোড়া ছিল। তারা এই শারীরিক অস্বাভাবিকতাকে পাত্তা দেয়নি। তারা বেশ জমিয়ে ব্যবসা শুরু করেছিল। ব্যবসার প্রয়োজনে এশিয়া থেকে আমেরিকা ছোটাছুটিও করতো। তাদের শারীরিক সক্ষমতাও ছিল অপরিসীম। তাদের বন্ধুত্ব ছিল গভীর। তারা বেশ জমিয়ে আড্ডা দিতে পারতো। সামাজিক হইহুল্লোড়েও তাদের উৎসাহ কম ছিল না। নারীসঙ্গ তারা বেশ উৎসাহের সঙ্গে জমিয়ে অনুভব করতো। শেষে তারা ফেঁসে যায় দুই আমেরিকান সহোদরার কাছে। শেষে তাদের চ্যাং ও এং বিয়েও করে। বিয়ের পরে তারা আরও ৩১ বছর বেঁচে ছিল। এর মধ্যে তাদের সন্তান সংখ্যা দাঁড়িয়ে ছিল মাত্র ২১। ১৮৭৪ সালে সেরিব্রাল স্ট্রোকে চ্যাং অতর্কিত মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। সেই শোকে এং এর প্রাণ বেরিয়ে গেল। এং এর মৃত্যুর কারণ ডাক্তাররা বুঝতে পারলেন না, মৃত্যুর কারণ কি শুধু বিয়োগ ব্যথার তীব্রতা নাকি, চ্যাং-এর মস্তিষ্কে রক্তকরণের ধাক্কায় যে তার শরীরকেও অকেজো করে দিল? আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা তাই মনে করেন। এং এর মৃত্যুর কারণ মস্তিষ্কে রক্তকরণের ধাক্কা। জোড়া যমজ ভাইকে আমিজ টুইন নামে আমেরিকান পত্র-পত্রিকা প্রচার করেছিল। বিশেষ করে জোড়া যমজ সায়েমিজ নামেই পরিচিত হয়ে গেল বিশ্বজুড়ে। এত বছর ধরে অনেকেই অসন্তোষ প্রকাশ করতে লাগলেন নামটি নিয়ে। তখনকার থাইল্যান্ডকে শ্যাম দেশ বা সায়েম বলা হতো। চ্যাং ও এং এর জন্ম হয়েছিল শ্যামদেশ বা সায়েম-এ। এজন্য এই জোড়া যমজকে নামকরণ করা হয়েছিল সায়েমিজ। অভিযোগকারীদের বক্তব্য হল, একটি শারীরিক খুতবা অসম্পূর্ণভাবে চিরকালের জন্য সে দেশের নামের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া কি উচিত কাজ হয়েছে। ১৯৯৭- ৯৮ সালে কানাডিয়ান প্রেস জানালো যে এই নাম ব্যবহারের ব্যাপারে তাদের ভীষণ আপত্তি। সায়েমিজ এর বদলে নাম দেওয়া হোক।

আরেকটি জোড়া যমজের কথা বলি, ২০০০ সালে ইংল্যান্ডের জরি ও এরি নামে দুই শব্দ যা জোড়া যমজের অপারেশনকে ঘিরে বিতর্ক। এরি দুর্বল ও অসম্পূর্ণ। এর মৃত্যু হলে জরির পক্ষে সুস্থ জীবন যাপন করা সম্ভব হবে। সুতরাং এরির মৃত্যু কাম্য। এক কন্যাকে মেরে ফেলা সিদ্ধান্ত তাদের বাবা-মা নিতে পারলেন না। দুটি জীবন বাঁচিয়ে রেখে দুজনকে অভিশপ্ত জীবন যাপনে বাধ্য করা কি যুক্তিযুক্ত? কেসটি আদালতের যায়। ব্রিটিশ কোর্ট অফ আপিল রায় দিয়েছেন, অপারেশনের সমর্থন করে।

বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালের একটি জোড়া যমজ কন্যা জন্ম দেয়। বনগাঁর মণিগ্রামের নাফিজা মন্ডল দু'জনের বুক থেকে পেট পর্যন্ত জোড়া; শিশুদুটিকে আলাদা করার জন্য কলকাতায় নিয়ে গিয়েছিল বাড়ির লোকজন। নাফিসার মা ফুল সনাতন মন্ডল ভীষণ চিন্তিত। কারণ অপারেশনে প্রচুর খরচ তাছাড়া জীবন মরন সমস্যা।

কয়েকটি অপারেশন : ১৮ মাসের দুই যমজ কন্যাকে নয়াদিল্লির বাটরা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কোমর থেকে যুক্ত এই দুই বোনের সারা শরীরকে জীবাণুমুক্ত করার কাজ শুরু হয়। শুরু হয় রক্ত প্রতিস্থাপনের প্রক্রিয়াও। সীতা আর গীতার দেহ কোমর থেকে জোড়া হলেও কোমরের উপরের অংশ পৃথক। তবে তাদের জনন অঙ্গ ও রেচন অঙ্গ সংযুক্ত। কোমরের নিচের অংশের হাড় সুষুম্না কাণ্ডও ছিল একসঙ্গে। আর পা ছিল দু জোড়াই। অন্তত অপারেশনের আগে পর্যন্ত। তবে এখন তারা দুজনেই সম্পূর্ণ দুটো আলাদা ব্যক্তিত্ব। দীর্ঘ

চলবে...

Digital Signature
Authorised by Emudra
এখানে ডিজিট্যাল সিগ্নেচার এর জন্য যোগাযোগ করুন
আশীর্বাদ ডিটিপি এণ্ড জেরক্স
কোর্ট রোড, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা ☎ ৯২৩২৬৩৩৮৯৯

মৃদঙ্গম- এর বিদ্যালয় ভিত্তিক নাট্যকর্মশালা

প্রতিনিধি ঃ প্রতিবছরের মতো এবছরও গোবরডাঙ্গা মৃদঙ্গম বিদ্যালয় ভিত্তিক নাট্যকর্মশালার আয়োজন করেছিল গত ৯ জুলাই থেকে ১৫ জুলাই ২০২৪ স্বামীজি সেবা সঙ্ঘ উচ্চ বিদ্যালয়। এটি ছিল গোবরডাঙা মৃদঙ্গম- এর ১ নং বিদ্যালয় ভিত্তিক নাট্য কর্মশালা। ছয় দিনের এই নাট্য কর্মশালায় বিদ্যালয়ের নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ১২ জন ছেলে অংশগ্রহণ করেছিল।

এই নাট্যকর্মশালায় বিভিন্ন ধরনের খেলার মধ্যে দিয়ে শিশুদের মনোবিকাশের ও উদ্ভাবনী শক্তির উপরে বেশি জোর দেয়া হয়েছিল। কর্মশালার শেষ দিন অর্থাৎ ১৫ জুলাই

২০২৪ ছেলেদের দ্বারা নির্মিত "বুদ্ধিই বল" নাটকটি স্কুলের ছাত্র, শিক্ষক, শিক্ষিকা ও কিছু অভিভাবকদের সামনে উপস্থাপিত করা হয়। অভিভাবকরা নিজের সন্তানকে নতুন ভাবে আবিষ্কার করে। এই কর্মশালার শিবির পরিচালক ছিলেন সংস্থার কর্ণধার ও নাট্য পরিচালক বরুণ কর। প্রশিক্ষক হিসেবে এই কর্মশালায় শিক্ষা প্রদান করেছে সংস্থার বিভিন্ন সদস্য ও সদস্যরা যেমন- মনি মোহন মণ্ডল, প্রিয়াঙ্কা কুন্ডু, গোপাল বিশ্বাস, সৌমিতা দত্ত বনিক, বর্নালী সেন, সিতা পাল এবং আরো অন্যান্য সদস্যরা । শেষ দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় প্রবীণ নাট্য প্রেমী কিছু ব্যাক্তি। বিদ্যালয়ের শিক্ষিক ও শিক্ষিকা সমস্ত অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে কর্মশালার শংসাপত্র তুলে দেন এবং ঘোষণা করেন আগামী দিনে এই ধরনের নাট্যকর্মশালা আয়োজন আরও করবেন।

বিশেষ করে যারা বিদ্যালয়ে আসতে আগ্রহী নয় সেই সমস্ত বাচ্চাদেরকে এই ধরনের কর্মশালার মধ্যে দিয়ে বিদ্যালয়ের মুখী করবার প্রচেষ্টা করবেন। সর্বশেষে সংস্থার কর্ণধার সবাইকে ধন্যবাদ জানান এবং আগামী দিনে আরো বেশি করে এই ধরনের বিদ্যালয় ভিত্তিক কর্মশালা করাতে পারেন সেই আশা রাখেন।

অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নির্মল বিশ্বাসের জীবনাবসান

নীরেশ ভৌমিক ঃ গাইঘাটার টি এস ডি মনমোহন হাই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক ও বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী নির্মল কুমার বিশ্বাস (৮২) গত ১৮ জুলাই প্রয়াত হন। তিনি বিগত বেশ কিছু দিন যাবৎ বার্ধক্যজনিত অসুখে ভুগছিলেন চাঁদপাড়ার বাসিন্দা শিক্ষক ও সমাজকর্মী নির্মল বাবু গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির পদে আসীন থেকে এলেকার উন্নয়নে সচেষ্ট ছিলেন।

শিক্ষদরদি নির্মল বাবু ঢাকুরিয়া হাই স্কুল, মণ্ডল পাড়া হাই স্কুল, চাঁদপাড়া শিশু শিক্ষা নিকেতন স্কুলের পরিচালন সমিতিতে থেকে প্রতিষ্ঠানের সঠিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে গেছেন। চাঁদপাড়ার ঐতিহ্যবাহী মিলন সংঘেরও তিনি আজীবন সদস্য ছিলেন। সদাহাস্যময় নির্মলবাবুর সাথে এলাকার আপামর মানুষজনের ছিল মধুর সম্পর্ক। এহেন সমাজ ও শিক্ষাদরদি নির্মলবাবুর প্রয়াণে এলেকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। নির্মলবাবুর মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই তাঁর অগণিত ছাত্র-ছাত্রীসহ এলেকার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সহ সাধারণ মানুষজন তাকে শেষ দেখা

দেখতে আসেন এবং তার মরদেহে ফুল মালা অর্পন করে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

গুরু পূর্ণিমায় গুনীজন সংবর্ধনা ও নটরাজ পূজন সংস্কার ভারতীর

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ২১ জুলাই গুরু পূর্ণিমা তিথিতে গোবরডাঙার নিবেদিতা শিশুতীর্থ স্কুল অঙ্গনে নটরাজ পূজন ও গুনীজন সম্মাননার আয়োজন করে সংস্কার ভারতীর পশ্চিমবঙ্গ প্রান্তের উত্তর ২৪ পরগণা জেলা শাখার সদস্যরা। সংস্থার শিল্পীদের কণ্ঠে ভাবসঙ্গীতের মধ্য দিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সংস্থার সহ সভাপতি বিশিষ্ট নাট্য পরিচালক বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যের তত্ত্বাবধানে এদিন চার ফুট উচ্চতার নটরাজমূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেই সঙ্গে বিশিষ্ট যন্ত্রশিল্পী ও শিক্ষক সূর্যজ্যোতি ভট্টাচার্যকে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সদস্যরা শ্রী ভট্টাচার্যকে পুষ্পস্তবক, উত্তরীয়, মানপত্র প্রদানে শ্রদ্ধা জানান।

দিনটির তাৎপর্য ব্যখ্যা করে মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন প্রতিষ্ঠানের জেলা সভাপতি শিক্ষিকা শাশ্বতী নাথ। সংস্থার সদস্য বিভিন্ন নাটদলের সদস্যগণ সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি, গীতি আলেখ্য ও শ্রুতি নাটক 'সত্যকাম' পরিবেশ করেন। ঠাকুরনগর পরশ সোস্যাল এন্ড কালচারাল অর্গানাইজেশনের এর শিল্পীরা এদিন মূকাভিনয় পরিবেশন করেন সংস্কার ভারতীর অন্যতম সদস্যা ও বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী অনিমা দাস মজুমদার এর পরিচালনায় গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে আয়োজিত এদিনের সমগ্র অনুষ্ঠান বেশ মনোগ্রাহী হয়ে এঠে।

জলাতঙ্ক রোগ প্রতিরোধে প্রচারাভিযান মূকাভিনয় মাইম একাডেমীর

নীরেশ ভৌমিক ঃ কুকুর বিড়াল হনুমান ইত্যাদি প্রানীদের কামড় থেকে সাধারন মানুষজনকে বাঁচাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে রাজ্যের স্বাস্থ্য বিভাগ। বিভিন্ন জন্তু জানোয়ারদের দংশন এবং জলাতঙ্ক রোগের হাত থেকে রক্ষা পেতে এবং সাধারন মানুষজনকে সচেতন করতে উদ্যোগী হয়েছে দক্ষিণ ২৪ জেলার স্বাস্থ্য দফতর। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের নির্দেশে জেলা জুড়ে জাতীয় রেবিস নিয়ন্ত্রন কর্মসূচীতে লোকশিল্পীদের কাজে লাগানো হয়েছে ঠাকুরনগরের অন্যতম সাংস্কৃতিক সংস্থা ঠাকুরনগরের মাইম একাডেমী অফ কালচার এর মূকাভিনয় শিল্পীগণ গত ১৫ জুলাই থেকে জেলার বিভিন্ন গ্রামে ও গাঞ্জে মূকাভিনয় এর মাধ্যমে রেবিস নিয়ন্ত্রন, বিশেষ করে জলাতঙ্ক রোগ সম্পর্কে মানুষজনকে সচেতন করার প্রয়াস চালাচ্ছেন।

ঠাকুরনগর মাইম একাডেমীর কর্নধার বিশিষ্ট মূকাভিনেতা চন্দ্রকান্ত শিরালী জানান, তাঁরা ইতিমধ্যেই দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বজবজ, মহেশতলা, পূজালি, বিষ্ণুপুর, জয়নগর, রাজপুর, সোনারপুর, বারুইপুরি বাসন্তি, কুলতলি, গোসাবা, ভাঙড় এবং ক্যানিং ১ও২ ব্লক এলেকার বাজার, বাসস্ট্যান্ড, স্কুল,

পৌরসভা, পৌরসভা, পঞ্চায়েত, ষ্টেশন ইত্যাদি জনবহুল এলেকায় মূকাভিনয় পরিবেশনের মাধ্যমে গ্রাম গঞ্জের মানুষজনকে সচেতন করার প্রয়াস চালিয়েছেন। বিভিন্ন স্থানে বহু মানুষ তাদের অনুষ্ঠান দেখেছেন। সাধারন মানুষজনের নিকট থেকে ভালো সাড়াও পেয়েছেন। ২৫ জুলাই অবধি তাঁদের এই কর্মসূচী।

সার্বভৌম সমাচার
স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৭০৭৬২৭১৯৫২

সরকারি জায়গায় দোকান ঘর

প্রথমপাতার পর...

তৃণমূল নেত্রী গোপা রায়ের। তাকে দোকান সরিয়ে নিতে বললেও তা এখনো সরানো হয়নি। যার কারণে রাস্তার কাজ বাধার মুখে। বাগদার আশ্রম পাড়া হয়ে বেতনানদীর গা ঘেঁষে প্রায় এক কিমি এই রাস্তা মিশেছে বাগদা সড়কের সাথে। গ্রামবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল এই রাস্তার। ৩-৪ টি গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করে। বর্ষাকালে রাস্তা দিয়ে চলাচল করা যায় না। স্কুল ছাত্র ছাত্রীদের যাতায়াতে অসুবিধায় পড়তে হয়। জরুরী সময়ে রোগী নিয়ে যেতেও অসুবিধার মুখে পড়তে হয় গ্রামবাসীদের। বাগদা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ পরিতোষ সাহা বলেন," ওই এলাকায় একটি হাই স্কুল আছে। রাস্তা তৈরি হয়ে গেলে ছাত্রদের যাতায়াতের সমস্যা মিটে যাবে। গোপা রায় দোকানের মালপত্র সরাতে শুরু করেছেন। দোকানঘরটি হয়ত ভেঙে দেবেন। "

কিষাণ মান্ডিতে দালাল চক্র!

প্রথম পাতার পর

বলেন, 'কৃষকরা অভিযোগ করছেন, রাস্তা ব্লক করা হচ্ছে। মাল ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। ভেন্ডরা সমিতির নাম করে টাকা তুলছে। আমরা প্রশাসনকে আগেও জানিয়েছি, আবার জানাবো।

এদিন টোকেন বিলি করতে দেখে টোকেন সহ দুই ব্যক্তিকে ধরে ফেলেন তৃণমূলের লোকেরা। তাদের কিষাণ মান্ডি ভেতর থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। টাকা তোলার অভিযোগ অস্বীকার করে চাঁদপাড়া ভেন্ডার সমিতির সদস্য পরেশ মন্ডল বলেন, 'আমরা ভেন্ডারদের কাছ থেকে টোকেন দিয়ে টাকা নিচ্ছি। কৃষকদের কাছ থেকে নয়।

তৃণমূলের লোকেরা চলে যেতেই সবজির ন্যায্য দামের দাবিতে মান্ডির দুটি গেট আটকে দিয়ে কয়েকশো কৃষকের বিক্ষোভে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায় ভেন্ডার সমিতির লোকেরা। প্রায় দুই ঘন্টা বিক্ষোভ চলার পর পুলিশ গাইঘাটা ব্লক অফিসের কর্মীরা এসে কৃষকদের শান্ত করে। কিষাণ মন্ডিতে দালাল চক্রের বিষয়কে কটাক্ষ করে বিজেপি নেতা চন্দ্রকান্ত দাস বলেন, 'যারা তাড়াচ্ছে, তারাও তৃণমূল; যারা দালালি করছে, তারাও তৃণমূল। তৃণমূল না করলে কার সাধ্য আছে কিষাণ মান্ডিতে গিয়ে দালালি করার! ফাঁকে পড়ে ক্ষতির শিকার হচ্ছেন সাধারণ কৃষকেরা।

দীর্ঘ ১৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন
সবিতা অ্যাড এজেন্সি
বিজ্ঞাপনী অডিও প্রচারের জন্য যোগাযোগ করুন...
M. 9474743020

GRAPHICS MART
LAPTRONICS-5
এখানে খুবই কম খরচে
Laptop এবং Desktop
Repairing করা হয়।
* সকল প্রকার Repairing এর উপর
থাকবে One Month (একমাসের) গ্যারান্টি।
Mob. : 9836414449

B.B. SERVICE
BATTERY SOLUTIONS & REJUVENATION
Tetultala, Station Road, Rail Bazar, Bongaon, N 24 Pgs.
বনগাঁর মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যাটারি রি-জেনারেশন সেন্টার খোলা হয়েছে। এখানে অত্যাধুনিক মেশিনের মাধ্যমে টোটো ব্যাটারি, ইনভার্টার ব্যাটারি, সোলার ব্যাটারি, কমার্শিয়াল ব্যাটারি, টাওয়ার ব্যাটারি এবং সমস্ত রকমের লিড অ্যাসিড যুক্ত পুরোনো ব্যাটারিকে খুবই স্বল্প মূল্যে ওয়ারেন্টি সহ নতুন জীবন ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়া নতুন ব্যাটারি সঠিক মূল্যে পাওয়া যায়।
এই অত্যাধুনিক মেশিন নিয়ে ব্যবসা আরম্ব করতে চাইলে যোগাযোগ করুন।
Mob. : 9733794879, 7908598264, 9332299000
ব্যাটারি টেস্টিং ফ্রি এবং ব্যাটারি লাইফ প্রসারণে 50% ছাড়

সেবা ফার্মার্স সমিতির উদ্যোগে বেড়গুমে উডেন হাব

নীরেশ ভৌমিক ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা নাবার্ড এর অনুদানে এবং জেলার অন্যতম সমাজসেবি সংস্থা গোবরডাঙা উন্নয়নে যুক্ত নাবার্ডের প্রশিক্ষকগণ অংশশগ্রহনকারী কাঠ মিস্ত্রিদের প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন।

সেবা ফার্মার্স সমিতির ব্যবস্থাপনায় হাবড়ার বেড়গুমে সম্প্রতি গড়ে উঠেছে উডেন হাব 'নির্ভর'।

উত্তর ২৪ পরগণা জেলার তিনটি ব্লকের পাঁচশোজনের মতো কাঠমিস্ত্রি এই মহতী কর্মযজ্ঞে অংশ নিয়েছেন। কৃষি ও গ্রামীন ক্ষুদ্র শিল্পের উডেন হাব 'নির্ভর'এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এদিন বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নাবার্ডের সি জি এম ঊষা রমেশ, জি, এম, দীপমালা ঘোষ, ডি ডি এম লক্ষ্মণ সরকার, এ জি এম দেবজ্যোতি বিশ্বাস, জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ অজিত সাহা।

বেড় গুম ১ও২নং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান যথাক্রমে, অসিত নাগ ও ঝর্না ঘোষ, ছিলেন মছলন্দপুরের প্রাক্তন প্রধান তাপস ঘোষ প্রমুখ। সেবা ফার্মাস সমিতির সম্পাদক বিশিষ্ট সমাজকর্মী গোবিন্দ লাল মজুমদার ও সভাপতি হিমাদ্রী গোমস্তা উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। সেবার সেবক সেবিকাগণ উপস্থিত সকল বিশিষ্ট জনদের পুষ্পস্তবক, উত্তরীয় ও স্মারক উপহারে বরণ করে নেন।

সেবা সমিতির কর্ণধার গোবিন্দ বাবু জানান, নবপ্রতিষ্ঠিত উডেন হাব 'নির্ভর' বর্তমান সময়ের এক নির্ভর যোগ্য প্রতিষ্ঠান। নাবার্ডের অনুদানে এখানে তৈরি হবে সেগুন কাঠের আধুনিক নানা আসবাবপত্র। প্রতিবছর নাবার্ড আয়োজিত বিভিন্ন শিল্প মেলাতেও পাওয়া যাবে 'নির্ভর' নির্মিত কাঠের তৈরি নানা দ্রব্যাদি। সেবার অন্যতম কর্মী গৌতম সাহা ও সুব্রত মুখার্জীর পরিচালনায় এদিনের আয়োজিত সমগ্র অনুষ্ঠান সার্থকতা লাভ করে।

সমাজসেবি সংস্থা সিএসসিটি'র প্রশংসনীয় উদ্যোগ

নীরেশ ভৌমিক ঃ সাধারন মানুষের কল্যাণে চাঁদপাড়ার অন্যতম সমাজসেবি সংস্থা শিডিউল কাস্ট অ্যান্ড ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন নানা উদ্যোগ গ্রহন করে চলেছে। ইতিমধ্যে হস্তশিল্প, খাদ্য সামগ্রী তৈরী এবং সেই সঙ্গে স্বাস্থ্য সচেতনতা ও সাইবার ক্রাইম সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলার কাজও করে চলেছে সংস্থার সদস্য মহিলারা। এই সমস্ত কাজের মূল্যায়ন স্বরূপ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট থেকে ঠাকুর হরিচাঁদ গুরুচাঁদ পুরস্কার লাভ করেছে সংস্থাটি। সংস্থার সম্পাদক সমাজকর্মী শিক্ষক মলয় সানা জানান। সম্প্রতি সংস্থার সদস্যগণ কচুরিপানার আঁশ থেকে শাড়ি কাপড়, রাখী সহ নানা হস্তশিল্পজাত দ্রব্যাদি তৈরি করা শুরু করেছেন। একাজে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে স্বেচ্ছাসেবি সংস্থা স্বচ্ছতা পুকার এর ম্যানেজার কৌশিক মণ্ডল সহ সংস্থার অন্যান্য সদস্যরা। এ কাজ করে স্থানীয় মহিলারা একটু একটু করে উপার্জনের দিশা খুঁজে পাচ্ছেন। সংস্থার কর্ণধার

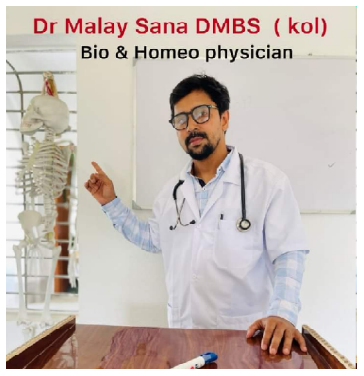

শিক্ষক মলয়বাবু জানান, উৎপাদিত সামগ্রী পরিবেশ বান্ধব বলে এই সমস্ত হস্ত শিল্প সামগ্রীর ক্রেতার সংখ্যা ও চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এলেকাবাসী সংস্থার এই মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

গুরু পূর্ণিমায় বাণীপুর সুন্দরম-এর গুরু প্রণাম

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ২১ জুলাই গুরু পূর্ণিমার পুণ্যতিথিতে গুরু প্রণাম অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বাণীপুর

সুন্দরম ড্যান্স ইনস্টিটিউশনের নৃত্য শিক্ষার্থীগণ।

সংস্থার প্রশিক্ষক নৃত্যগুরু সুজিত কর্মকার ও গুরুমা রেসমী কর্মকার এর পদ যুগল নৃত্য শিক্ষার্থীগণ দুধ ও ফুলের মাধ্যমে ধৌত করেন। এরপর গুরুদ্বয়কে ভক্তি ভরে প্রনাম ও নার মধ্য দিয়ে গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সেই সঙ্গে গুরু সুজিত বাবু ও গুরুমা রেসমী দেবীর হাতে নানা উপহার তুলে দিয়ে আর্শীবাদ গ্রহন করেন। নৃত্যগুরু শ্রী কর্মকার জানান, গুরু পূর্ণিমা তিথিতে গুরু ও শিষ্যদের এই মিলন অনুষ্ঠান অভূতপূর্ব এবং সংস্থার সদস্যা নৃত্য শিক্ষার্থী ও তাঁদের অভিভাবকগণের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি ও অংশ গ্রহনে সুন্দরম ড্যান্স ইনস্টিটিউশনের নৃত্য শিল্পী ও শিক্ষার্থীগণ আয়োজিত গুরু প্রণাম অনুষ্ঠান বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

আকাঙ্খার নতুন নাটক স্পোর্টসম্যান

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ২১ জুলাই গুরু পূর্ণিমার দিনে গুরু প্রণাম ও একদিনের নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন করে নাটকের শহর গোবরডাঙার অন্যতম নাট্যদল আকাঙ্খা।

এদিন সন্ধ্যায় সংস্থার উপাসনা গৃহে তাঁদের নতুন প্রযোজনা স্পোর্টসম্যান নাটকের লেখক ও পরিচালক বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব প্রতাপ সেনকে সম্মানন জানিয়ে শুরু হয় নাটক স্পোর্টস ম্যান। সংস্থার কর্নধার দীপাঙ্ক দেবনাথ জানান, ফুটবল বাঙালীর আবেগ। এই ফুটবল নিয়ে বাঙালীর উন্মদনা আজ কিছুটা বিলীন হলেও একেবারে শেষ হয়ে যায় নি। এদেশের পুঁজিপতি ও বিদেশী খেলোয়াড়দের নিয়ে এখন ও কিছুটা টিকে আছে সেই উন্মদনা। নাট্যকার প্রতাপ বাবুর কাহিনীতে একসময়ের দুই বিখ্যাত ফুটবলারের ফুটবল জীবনের কিছু ঘটনা সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। নাটকে ফুটবল নিয়ে মান্না দে'র গাওয়া গানটি সমবেত দর্শকদের মন জয় করে। অভিনয়ে দীপাঙ্ক ছাড়াও সৌরভ দাস, ইন্দ্রানী দাস, রমা রায়, তপনাংশু দাস, শুভময় মুখার্জীর অভিনয় এবং তনুশ্রী দেবনাথের রূপ সজ্জা দর্শকদের নজর কাড়ে।

বাদল সরকারের জন্ম শতবর্ষ উদ্‌যাপন বারাসাতে

নীরেশ ভৌমিক ঃ স্বনামধন্য নাট্যব্যক্তিত্ব বাদল সরকার এর জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক ও নাট্য সন্ধ্যার আয়োজন করে বাদল সরকার নাট্যচর্চা কেন্দ্র। বারাসতের সুভাষ ইনস্টিটিউটের হলে কাঁচরাপাড়া পথ সেনার শিল্পীদের গাওয়া সংগীতের মধ্য দিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। স্বাগত ভাষণ দেন সংস্থার অন্যতম সদস্য দুলাল কর। পথসেনা কাঁচারাপাড়ার সংগীত শিল্পীদের কণ্ঠে সমবেত সংগীতানুষ্ঠানের পর শুরু হয় নাট্যানুষ্ঠান। প্রথম নাটক পরিবেশন করে লক্ষীকান্তপুরের অন্যকণ্ঠ। অন্যতম উদ্যোক্তা বাদল সরকার নাট্যচর্চা কেন্দ্র মঞ্চস্থ করে সকলের ভালো লাগার নাটক 'রূপকথার কেলেঙ্কারি'। এদিনের শেষ নাটক ছিল স্বতন্ত্র উদ্যোগ নাট্য সংস্থার দর্শক প্রসংসিত নাটক বর্ডার থ্রি। অনুষ্ঠানে নিউব্যারাকপুর পথের দাবি গণসাংস্কৃতিক সংস্থার সংগীত শিল্পীগণ পরিবেশিত সমবেত সংগীতের অনুষ্ঠান উপস্থিত সকলের প্রশংসা লাভ করে। সম্প্রীতি মনন পত্রিকা ও সত্যেন মৈত্র জনশিক্ষা সমিতি এবং মীরা প্রকাশনের বুক স্টলে বহু সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রেমী মানুষজনের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি চোখে পড়ে। এদিনের নাটোৎসবে পরিবেশিত নাটকগুলি হল ভর্তি দর্শক সাধারন বেশ উপভোগ করেন। অন্যতম সংগঠক ও শিক্ষক দীপক মিত্র জানান, বাদল সরকারের জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষ্যে আগামী এক বৎসর যাবৎ পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারত বর্ষের বিভিন্ন শহর ও গ্রামে নাট্যচর্চা কেন্দ্রের সদস্য নাট্যদলগুলি নাটক পরিবেশন করবে।

সম্পর্ক গড়ে
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
হলমার্ক গহনা ও গ্রহরত্ন

(১) আমাদের এখানে রয়েছে হাল্কা, ভারী আধুনিক ডিজাইনের গহনার বিপুল সম্ভার। (২) আমাদের মজুরী সবার থেকে কম। আপনি আপনার স্বপ্নের সাধের গহনা ক্রয় করতে পারবেন সামান্য মজুরীর বিনিময়ে। (৩) আমাদের নিজস্ব জুয়েলারী কারখানায় সুদক্ষ কারিগর দ্বারা অত্যাধুনিক ডিজাইনের গহনা প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়। (৪) পুরানো সোনার পরিবর্তে হলমার্ক যুক্ত গহনা ক্রয়ের সুব্যবস্থা আছে। (৫) আমাদের এখানে পুরাতন সোনা ক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। আধার কার্ড ও ব্যাঙ্ক ডিটেলস নিয়ে শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন। (৬) আমাদের শোরুমে সব ধরণের আসল গ্রহরত্ন বিক্রয় করা হয় এবং জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডয়া দ্বারা টেস্টিং কার্ড গ্রহরত্নের সঙ্গে সরবরাহ করা হয় এবং ব্যবহার করার পর ফেরত মূল্য পাওয়া যায়। হোলসেলেরও ব্যবস্থা আছে। (৭) সর্বধর্মের মানুষের জন্য নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে আসছে ২৫০০ টাকার মধ্যে সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী, যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন। (৮) প্রতিটি কেনাকাটার ওপর থাকছে নিউ পি সি অপটিক্যাল গিফ্‌ট ভাউচার। (৯) কলকাতার দরে সব ধরনের সোনার ও রূপার জুয়েলারী হোলসেল বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। (১০) সোনার গহনা মানেই নিউ পি সি জুয়েলার্স। (১১) আমাদের এখানে বসছেন স্বনামধন্য জ্যোতিষী ওম প্রকাশ শর্মা, সপ্তাহে একদিন— বৃহস্পতিবার। (১২) নিউ পি সি জুয়েলার্স ফ্রান্সচাইজি নিতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। আমরা এক মাসের মধ্যে আপনার শোরুম শুরু করার সব রকম কাজ করে দেবো। যাদের জুয়েলারী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই, তারাও যোগাযোগ করুন। আমরা সবরকম সাহায্য করবো। শোরুমের জায়গার বিবরণ সহ আগ্রহীরা বর্তমানে কী কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং আইটি ফাইলের তথ্যাদি নিয়ে যোগাযোগ করুন। (১৩) জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরীর জন্য Biodata ও সমস্ত প্রমাণপত্র সহ যোগাযোগ করুন দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে। (১৪) সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরীর জন্য পুরুষ ও মহিলা উভয়ে যোগাযোগ করুন। বন্দুক সহ ও খালি হাতে। সময় দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে। (১৫) অভিজ্ঞ কারিগররা কাজের জন্য যোগাযোগ করুন। (১৬) Employee ও কারিগরদের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে। (১৭) অভিজ্ঞ জ্যোতিষিরা ডিগ্রী ও সমস্ত ধরণের Documents সহ যোগাযোগ করুন। (১৮) দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিংয়ের জন্য আমাদের শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন। (১৯) আমাদের সমস্ত শোরুম প্রতিদিন খোলা। (২০) Website : www.newpcjewellers.com (২১) e-mail : npcjewellers@gmail.com

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
বাটার মোড়, বনগাঁ
(বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
বাটার মোড়, বনগাঁ
(কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি
মতিগঞ্জ, হাটখোলা,
বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

১। বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নত মানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার।
২। সমস্ত রকম কন্টাক্ট লেন্স-এর সুব্যবস্থা আছে।
৩। আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা চশমার পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। এছাড়াও আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়।
৫। আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেল এর সুব্যবস্থা আছে।

চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুদের চেম্বার করার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা আছে।
যোগাযোগ করতে পারেন। মো: 8967028106

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**